১৫
জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য

রাজ্যের অনন্য স্থান

ভারতের সংবিধানে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে একটা অনন্য স্থান দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১-য়ে বর্ণিত 'ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে'র একটি অংশ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এবং সংবিধানের যথাসংশোধিত প্রথম তফসিলের অন্তর্গত পঞ্চদশ রাজ্য। মূল সংবিধানে জম্মু ও কাশ্মীর 'ভাগ খ' রাজ্য হিসাবে উল্লিখিত হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের রাজ্যপুনর্গঠন আইনে ভাগ খ শ্রেণীর বিলোপ ঘটানো হয় এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান (৭ম সংশোধন) আইনে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের 'রাজ্য' তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাজ্যপুনর্গঠন আইনে প্রবর্তিত সমস্ত পরিবর্তন এই সংবিধান সংশোধন আইনে কার্যকর করা হয়। এখন ভারতের সব রাজ্যই এক শ্রেণীভুক্ত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মূল সংবিধান [অনুচ্ছেদ ৩৭০] অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীর যে বিশেষ সাংবিধানিক অবস্থা ভোগ করছিল তা বজায় রাখা হয়। তার ফলে ভারতের সংবিধানের প্রথম তফসিলের রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত বিধান জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়, যদিও জম্মু ও কাশ্মীর ঐ তফসিলে উল্লিখিত একটি রাজ্য।

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের সংবিধানের প্রথম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও কেন এখনও তার জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা বুঝতে হলে ভারতের সঙ্গে ঐ রাজ্যের সাংবিধানিক সম্পর্কের ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি জানতে হবে। বৃটিশ আমলে জম্মু ও কাশ্মীর একজন বংশানুক্রমিক মহারাজা শাসিত একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। ১৯৪৭ সালের ২৬ অকটোবর পাকিস্তানের সহায়তায় আজাদ কাশ্মীর বাহিনী যখন জম্মু ও কাশ্মীর আক্রমণ করে তখন মহারাজা হরি সিং ভারতের সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হন। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্তারা যেরকম প্রবেশ-সংলেখ সম্পাদন করেন, মহারাজা সার্ হরি সিংও সেইরকম প্রবেশ-সংলেখ সম্পাদন করে ভারতের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই প্রবেশ-সংলেখ অনুসারে ভারতীয় অধিরাজ্য জম্মু ও কাশ্মীরের উপর প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক কার্য ও সমাযোজন বিষয়ে এক্তিয়ার লাভ করে এবং ভারতের সংবিধান রচনার সময় অন্য যেসব দেশীয় রাজ্য রাজনৈতিক একক হিসাবে টিকে ছিল সেইসব দেশীয় রাজ্যের মতো জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যও ১৯৫০ সালে যথাঘোষিত ভারতের সংবিধানের প্রথম তফসিলে ভাগ খ রাজ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের মিলনের ইতিহাস

জম্মু ও কাশ্মীরকে ভাগ খ রাজ্য হিসাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ভাগ খ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য সংবিধানের সমস্ত বিধান জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রসারিত

করা হয় নি। এই বিশেষ ব্যবস্থার কারণ ছিল। যে পরিস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতে যোগ দিয়েছিল সেই পরিস্থিতি বিচার করে ভারত সরকার ঘোষণা করেছিল, জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণই তাদের সংবিধানসভার মাধ্যমে তাদের রাজ্যের সংবিধান স্থির করবে ও ভারত সঙ্ঘের এক্তিয়ার কতখানি হবে তা নির্ধারণ করবে। সুতরাং এই রাজ্য সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের উপবন্ধগুলির প্রয়োগ একটা সাময়িক ব্যবস্থা ছিল (ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০-য়ের উপবন্ধের এই ছিল সারসংক্ষেপ)।

ভারতের মূল সংবিধানে এই রাজ্যের অবস্থা

কিন্তু ভারত সরকারের এই উদারতাকে স্বার্থান্বেষী মহল ভুল বুঝেছিল ও তার ভুল অর্থ করেছিল এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতে যোগদানের আইনগত নিহিতার্থ তারা দেখেও দেখে নি। সুতরাং আগে সেই আইনগত নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করা দরকার, নইলে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আবর্তে তা হারিয়ে যেতে পারে। জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতে যোগদানের সুস্পষ্ট ব্যাপারটা এই রাজনৈতিক ঘটনাবলীতেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে, ১৯৪৭ সালের ২৬ অকটোবর মহারাজা হরি সিং সেই ফর্মেই প্রবেশ-সংলেখ স্বাক্ষর করেছিলেন, ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন প্রণয়নের পর অন্য যে অসংখ্য দেশীয় রাজ্য ভারতে যোগ দিয়েছিল সেই দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনকর্তারা যে ফর্মে স্বাক্ষর করেছিলেন। সুতরাং জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনকর্তা যে প্রবেশ-সংলেখ সম্পাদন করেছিলেন তার আইনগত পরিণাম অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্তৃগণ কর্তৃক সম্পাদিত প্রবেশ-সংলেখের আইনগত পরিণাম থেকে কোনোভাবেই ভিন্ন হতে পারে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে[১] যে, ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ধারা ৭(১)(খ) অনুসারে পরমোচ্চতার অবসান ঘটলে দেশীয় রাজ্যগুলি আবার সেই পূর্ণ সার্বভৌমত্ব লাভ করে, বৃটিশ সম্রাট কর্তৃক সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব গ্রহণ করার আগে যে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব তাদের ছিল। সুতরাং দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনকর্তারা এখন তাঁদের এই সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করে নবসৃষ্ট দুই অধিরাজ্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে কোনো একটিতে যোগদানের সন্দেহাতীত ক্ষমতা লাভ করেন। যেসব দেশীয় রাজ্য পাকিস্তানে যোগ দেয় আর যেসব দেশীয় রাজ্য ভারতে যোগ দেয় তাদের সকলেরই এই যোগদানের আইনগত ভিত্তি[২] এবং যোগদানের সাধনপত্র একইরকম ছিল। সুতরাং এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতে যোগ দিয়ে আইনগতভাবে ও অপরিবর্তনীয়ভাবে ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অংশ হয়েছে এবং প্রবেশ-সংলেখে উল্লিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ভারত সরকার এই রাজ্যের উপর তার এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। এ সত্ত্বেও ভারত সরকার যদি এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে যে, জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতে যোগদানের ব্যাপার এবং ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের সাংবিধানিক সম্পর্ক জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের অনুমোদনসাপেক্ষ তাহলে কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো তৃতীয় পক্ষ সেই আইনবহির্ভূত প্রতিশ্রুতির সুযোগ নিতে পারে না ও বলতে পারে না যে, আইনের কাজ সম্পূর্ণ হয় নি।

যোগদানের নিহিতার্থ

১৯৪৯ সালে যখন ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করা হয় তখন এটা স্বাভাবিকই ছিল যে, ভারত সরকারের এই দ্বিবিধ মনোভাব ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে যে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে তাতে প্রতিফলিত হবে। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের একটা অংশ [অনুচ্ছেদ ১], এই ঘোষণার দ্বারা জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতে যোগদানের ব্যাপারটাকে সন্দেহাতীতভাবে বিধিক রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতের সংবিধানের অন্যান্য উপবন্ধের প্রয়োগের ব্যাপারটা ঐ রাজ্যের সংবিধানসভার চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে সাময়িক ভিত্তির উপর রাখা হয়। সুতরাং সংবিধানে এই ব্যবস্থা দেওয়া হয় যে, সংবিধানের যে অনুচ্ছেদগুলি আপনা থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরে প্রযুক্ত হবে তা হল অনুচ্ছেদ ১ ও ৩৭০। অন্যান্য অনুচ্ছেদের প্রয়োগের ব্যাপারটা রাষ্ট্রপতি ঐ রাজ্যের সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করবেন [অনুচ্ছেদ ৩৭০]। আবার, ঐ রাজ্যে সংসদের বিধানিক প্রাধিকার কেন্দ্রের ও সমবর্তী সূচীর কেবল সেইসব বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে যা প্রবেশ-সংলেখে উল্লিখিত হয়েছে। এই সাময়িক ব্যবস্থা ততদিনই চলবে যতদিন-না জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানসভা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানসভা নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর তার সুপারিশ রাষ্ট্রপতিকে জানাবে। রাষ্ট্রপতি তখন হয় অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল করে দেবেন নয়তো ঐ সংবিধানসভার সুপারিশ অনুযায়ী তা সংশোধন করবেন।

সংবিধানের যেসব অনুচ্ছেদ আপনা থেকেই এই রাজ্যে প্রয়োজ্য হয়

সংবিধানের এই ব্যবস্থা অনুসারে রাষ্ট্রপতি জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে ১৯৫০ সালের সংবিধান (জম্মু ও কাশ্মীরে প্রয়োগ) আদেশ জারি করেন। তাতে কেন্দ্রীয় সংসদ জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য যেসব বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে তা নির্দেশ করা হয়। সেই বিষয়গুলি হল প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক কার্য ও সমাযোজন সংক্রান্ত। এই তিনটি বিষয়েই জম্মু ও কাশ্মীর ভারতে যোগ দিয়েছিল।

১৯৫০ সালের সংবিধান আদেশ

এরপর ১৯৫২ সালের জুনে দিল্লিতে ভারত সরকার আর জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের মধ্যে এক চুক্তি হয়। সেই চুক্তিতে জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে যেসব বিষয়ে কেন্দ্রের এক্তিয়ার থাকবে তা স্থির করে দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানসভা ভারতে যোগদান করার ব্যাপারটা এবং ভারতের সঙ্গে ঐ রাজ্যের ভবিষ্যৎ-সম্পর্ক বিষয়ে দিল্লি-চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ১৯৫৪ সালের সংবিধান (জম্মু ও কাশ্মীরে প্রয়োগ) আদেশ জারি করেন। ১৯৫৪ সালের ১৪ মে সেই আদেশ বলবৎ হয়। সেই আদেশে সংবিধানসভা কর্তৃক যথা-অনুমোদিত দিল্লি-চুক্তি কার্যকর করা হয় এবং ১৯৫০ সালের আদেশটি বাতিল করা হয়। সংক্ষেপে, এই চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রের এক্তিয়ার ভারতের সংবিধানের অধীন সমস্ত কেন্দ্রীয় বিষয়ের উপর প্রসারিত (সামান্য কিছু

পরবর্তী আদেশ

পরিবর্তন সাপেক্ষে). আগে এই এক্তিয়ার মাত্র তিনটি বিষয়ে ছিল — প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক কার্য ও সমাযোজন। এই তিনটি বিষয়েই ১৯৪৭ সালে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতে যোগ দিয়েছিল। ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৭২, ১৯৭৪ ও ১৯৮৬ সালে সংশোধিত এই আদেশে ভারতীয় সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই রাজ্যের গোটা সাংবিধানিক অবস্থান স্থির করে দেওয়া হয়েছে, শুধু রাজ্য সরকারের আভ্যন্তরিক গঠন ছাড়া, কারণ এই গঠন রাজ্যের সংবিধানসভাই স্থির করে দেবে।"

আগেই বলা হয়েছে, কীকরে একেবারে প্রথমেই ভারত সরকার ঘোষণা করেছিল যে, জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনকর্তা ভারতে যোগ দিলেও রাজ্যের ভবিষ্যৎ-সাবিধান তথা ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে স্থির হবে রাজ্যের এক নির্বাচিত সংবিধানসভা কর্তৃক। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যের জনগণ এক সার্বভৌম সংবিধানসভা নির্বাচন করে এবং ১৯৫১ সালের ৩১ অকটোবর সেই সংবিধানসভার প্রথম বৈঠক হয়।

রাজ্যের সংবিধান রচনা

১৯৫৪ সালের সংবিধান (জম্মু ও কাশ্মীরে প্রয়োগ) আদেশে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সাংবিধানিক সম্পর্ক স্থির করে দেওয়া হলেও রাজ্যের আভ্যন্তরিক সংবিধান রাজ্যের জনগণ কর্তৃক প্রণীত হবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা লঙ্ঘন করা হয় নি। তাই যেখানে অন্যান্য ভাগ খ রাজ্যের সংবিধান (১৯৫০ সালে প্রবর্তিত) ভারতের সংবিধানের ভাগ ৭-য়ে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় সেখানে বলা হয়, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সংবিধান প্রণয়ন করবে ঐ রাজ্যের সংবিধানসভা। অর্থাৎ, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের নির্বাহিকবর্গ, বিধানমণ্ডল ও বিচারকবর্গ সংক্রান্ত যাবতীয় বিধান ঐ রাজ্যের জনগণ কর্তৃক প্রণীত সংবিধানে পাওয়া যাবে, ভারতের সংবিধানের অনুরূপ বিধানগুলি ঐ রাজ্যে প্রয়োজ্য হবে না।

ঐ রাজ্যের সংবিধানসভা প্রথম যে সরকারী কাজটি করে তা হল, মহারাজার বংশানুক্রমিক নৃপতি-শাসনের অবসান ঘটায়। ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতে যোগদান যে স্বীকার করেছিল তার অন্যতম শর্ত ছিল, মহারাজা তাঁর রাজ্যে জনগণের সরকার প্রবর্তন করবেন। এই শর্ত অনুসারে, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতে যোগদানের অব্যবহিত পরে মহারাজা হরি সিং অখিল জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাকে অস্থায়ী সরকার গঠন করতে ও রাজ্যের প্রশাসন চালাতে আমন্ত্রণ জানান। এই অস্থায়ী সরকার পরে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলে পরিবর্তিত হয় এবং শেখ আব্দুল্লা হন রাজ্যের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আব্দুল্লা-মন্ত্রিমণ্ডল মহারাজা হরি সিংকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য উঠেপড়ে লাগে এবং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত স্থির হতে পারে নি। ১৯৪৯ সালের জুনে মহারাজা হরি সিং তাঁর পুত্র যুবরাজ করণ সিংয়ের অনুকূলে ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যুবরাজ করণ সিং পরে রাজ্যের সংবিধানসভা (যার সৃষ্টি ১৯৫১ সালের ৩১ অকটোবর) কর্তৃক 'সদর-ই-রিয়াসত' নির্বাচিত হন। এইভাবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে নৃপতি-শাসনের অবসান ঘটে এবং এর পর থেকে রাজ্যের প্রধান হন একজন নির্বাচিত ব্যক্তি। ভারত সরকার এই অবস্থা

স্বীকার করে নেয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০(৩) অনুসারে রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণা জারি করে (১৯৫২ সালের ১৫ নভেম্বর) যে, সংবিধানের প্রয়োজনে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সরকার' বলতে বোঝাবে, রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে কার্যকারী জম্মু ও কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসত। পরে সদর-ই-রিয়াসত নাম বদলে করা হয় রাজ্যপাল।

আমরা আগেই দেখেছি, জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতে যোগদানের ব্যাপারটা রাজ্যের সংবিধানসভা ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুমোদন করে এবং এইভাবে এ ব্যাপারে ভারত সরকারের নৈতিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়। আমরা এ-ও দেখেছি যে, জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানসভা এই যোগদানের ব্যাপারটা অনুমোদন করার পর রাষ্ট্রপতি ১৯৫৪ সালের সংবিধান (জম্মু ও কাশ্মীরে প্রয়োগ) আদেশ জারি করে ভারতের সংবিধানে ভারত সংঘ আর এই রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী যেসব উপবন্ধ আছে সেইসব উপবন্ধ যাতে স্থায়িভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে তার পথ প্রশস্ত করে দেন।

সংবিধানসভার এখন একমাত্র কাজ রইল রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসনের জন্য রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান প্রণয়ন করা। ১৯৫১ সালের নভেম্বরে সংবিধানসভা জম্মু ও কাশ্মীর সংবিধান (সংশোধন) আইন প্রণয়ন করে, তাতে বংশানুক্রমিক মহারাজার হাত থেকে একজন নির্বাচিত সদর-ই-রিয়াসতের নেতৃত্বাধীন জনগণের সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণের ব্যাপারটাকে বিধিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রাজ্যের স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য সংবিধানসভা কতকগুলি কমিটি গঠন করে। ১৯৫৬ সালের অকটোবরে খসড়া কমিটি খসড়া সংবিধান পেশ করে এবং আলোচনার পর ১৯৫৭ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে তা গ্রহণ করা হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধান বলবৎ করা হয় ১৯৫৭ সালের ২৬ জানুয়ারি। এইভাবে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রশাসনের জন্য ভারতের সংবিধানের ভাগ ৬-য়ের উপবন্ধগুলির স্থলে এক পৃথক সংবিধান লাভের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, ভারতের অন্য সমস্ত রাজ্য শাসিত হয় ঐ ভাগ ৬-য়ের উপবন্ধগুলির দ্বারা।[৫]

রাজ্য সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ উপবন্ধগুলি

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের (১৯৮৪ সাল পর্যন্ত যথাসংশোধিত) সংবিধানের অধিক গুরুত্বপূর্ণ উপবন্ধগুলি হল :

এই সংবিধানে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে "ভারত সংঘের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ" বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এই রাজ্যের এলাকা বলা হয়েছে, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট রাজ্যের শাসনকর্তার সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে যেসব এলাকা ছিল সেইসব এলাকা (অর্থাৎ, জম্মু ও কাশ্মীরের যে এলাকা এখন পাকিস্তানের অধিকারে আছে সেই এলাকাও এর অন্তর্ভুক্ত)। সংবিধানের এই উপবন্ধ সংশোধন করা যাবে না।

এই সংবিধানে বলা হয়েছে, ভারতের সংবিধানের উপবন্ধ অনুসারে কেন্দ্রীয় সংসদের এই রাজ্যের জন্য যেসব বিষয়ে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আছে সেইসব বিষয় ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ে রাজ্যের নির্বাহিক ও বিধানিক ক্ষমতা প্রসারিত হবে।

স্থায়ী বসবাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ভারতের নাগরিক বা ভারতের নাগরিক বলে গণ্য এমন প্রত্যেক ব্যক্তি এই রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী হতে পারবে, যদি ১৯৫৪ সালের

১৪ মে তারিখে সে এই রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর বা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রজা থেকে থাকে, অথবা এই রাজ্যে সে বিধিসম্মতভাবে স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করে ঐ তারিখের আগে অন্তত ১০ বছর এই রাজ্যে সাধারণভাবে বসবাস করে থাকে। যে ব্যক্তি ১৯৫৪ সালের ১৪ মে তারিখের আগে এই রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর বা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রজা ছিল এবং ১৯৪৭ সালের ১ মার্চ তারিখের পরে অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় বসবাস করার জন্য চলে গিয়েছিল সে যদি আবার এই রাজ্যে বসবাসের জন্য বা স্থায়িভাবে প্রত্যাবর্তনের জন্য রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত কোনো বিধির প্রাধিকার বলে বা প্রাধিকার অনুসারে প্রদত্ত অনুমতিপত্র নিয়ে এই রাজ্যে ফিরে আসে তাহলে সে এই রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী হতে পারবে।[৩] এই রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসীরা ভারতের সাংবিধান কর্তৃক প্রত্যাভূত সমস্ত অধিকার ভোগ করতে পারবে [ধারা ১০]।

জম্মু ও কাশ্মীরের মূল সংবিধান অনুসারে রাজ্য সরকারের প্রধানের ব্যাপারে এই রাজ্য আর ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। ভারতের অন্য সব রাজ্যের নির্বাহিক প্রধানকে বলা হয় 'রাজ্যপাল' এবং তাঁকে নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি [অনুচ্ছেদ ১৫২, ১৫৫], কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাহিক প্রধানকে বলা হত সদর-ই-রিয়াসত এবং তিনি রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। ১৯৬৫ সালের জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধান (৬ষ্ঠ সংশোধন) আইনে এই পার্থক্য দূর করা হয়, তার ফলে এখন রাজ্যের নির্বাহিক প্রধানকে সদর-ই-রিয়াসত না বলে রাজ্যপালই বলা হয় এবং তিনি অন্যান্য রাজ্যের রাজ্যপালের মতোই [অনুচ্ছেদ ১৫৫] রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁর স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত অধিপত্র দ্বারা নিযুক্ত হন [ধারা ২৬-২৭]। এখন জম্মু ও কাশ্মীর আর অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। অন্যান্য রাজ্যের মতো এই রাজ্যেও নির্বাহিক ক্ষমতা ন্যস্ত আছে রাজ্যপালের হাতে এবং তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, কেবল মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ [ধারা ৩৬] ও রাজ্যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে 'রাজ্যপালের শাসন' প্রবর্তন সংক্রান্ত ঘোষণা জারি [ধারা ৯২] করার বিষয়ে ছাড়া। এই রাজ্যের রাজ্যপালেরও কার্যকাল পাঁচ বছর এবং মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে বিধানসভার কাছেই দায়ী থাকবে।

রাজ্যের বিধানমণ্ডল গঠিত হবে রাজ্যপাল আর বিধানসভা ও বিধানপরিষদ নামে দুটি কক্ষ নিয়ে। বিধানসভা গঠিত হবে রাজ্যের আঞ্চলিক নির্বাচনক্ষেত্রগুলি থেকে জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ১০০ জন সদস্য আর রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত দুজন মহিলা সদস্য নিয়ে। রাজ্যের পাকিস্তান-অধিকৃত এলাকাগুলিতে বসবাসকারী লোকদের প্রতিনিধিদের জন্য বিধানসভায় ২৪টি আসন শূন্য থাকবে। বিধানপরিষদ গঠিত হবে ৩৬ জন সদস্য নিয়ে। তাঁদের মধ্যে ১১ জনকে বিধানসভার সদস্যরা এমন লোকদের মধ্য থেকে নির্বাচন করবেন যাঁরা কাশ্মীর প্রদেশের অধিবাসী, আবার এই ১১ জনের মধ্যে অন্তত একজন হবেন রাজ্যের সীমান্তবর্তী তহসিল লদাখের এবং আরও অন্তত একজন হবেন রাজ্যের আর-একটি সীমান্তবর্তী তহসিল কারগিলের অধিবাসী। বিধানসভার সদস্যরা আরও ১১ জনকে এমন লোকদের মধ্য থেকে নির্বাচন করবেন

দ্বারা জম্মু প্রদেশের অধিবাসী। বাকি ১৪ জন নির্বাচিত হবেন বিভিন্ন নির্বাচকমণ্ডলী থেকে, যেমন পৌর পরিষদ ও এইধরনের অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা।

রাজ্যের হাই কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি ও দুই বা ততোধিক বিচারক থাকবেন। রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যের রাজ্যপাল এবং প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্য বিচারকের ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে হাই কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ করবেন।

রাজ্যে একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন থাকবে। কমিশন ও তার সভাপতিকে নিয়োগ করবেন রাজ্যপাল।

সিভিল সার্ভিসের প্রত্যেক সদস্য এবং সিভিল পদে অধিষ্ঠিত প্রত্যেক ব্যক্তি রাজ্যপালের ইচ্ছাপর্যন্ত বহাল থাকবেন।

রাজ্যের সরকারী ভাষা হবে উর্দু, তবে রাজ্যের সমস্ত সরকারী কাজে ইংরেজীর ব্যবহার চলতে থাকবে যদি-না রাজ্য বিধানমণ্ডল বিধি দ্বারা অন্য ব্যবস্থা করে [ধারা ১৪৫]।

রাজ্যের সংবিধান সংশোধন করা যেতে পারবে বিধানসভায় এই উদ্দেশ্যে একটি বিধেয়ক উপস্থাপন করে এবং বিধানমণ্ডলের প্রত্যেক কক্ষে ঐ কক্ষের মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ আধিক্যে বিধেয়কটি গ্রহণ করে। তবে ভারত সঙ্ঘের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক বা রাজ্যের নির্বাহিক ও বিধানিক ক্ষমতার সীমার বিষয়ে কোনো উপবন্ধে অথবা ভারতীয় সংবিধানের যেসব উপবন্ধ রাজ্যে প্রয়োজ্য সেইসব উপবন্ধের কোনো উপবন্ধে কোনোরকম পরিবর্তন করতে চেয়ে কোনো বিধেয়ক বা সংশোধন বিধানমণ্ডলের কোনো কক্ষে উপস্থাপন করা বা প্রস্তাব করা যাবে না [ধারা ১৪৭]।

পৃথক সংবিধান গ্রহণ করে রাজ্যে উদার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সত্ত্বেও জম্মু ও কাশ্মীরের পাকিস্তান-সমর্থকরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে যে, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতে যোগ দেবে, না পাকিস্তানে যোগ দেবে তা চূড়ান্তভাবে স্থির করার জন্য গণভোট নিতে হবে এবং এ নিয়ে 'গণভোট ফ্রন্ট' নামে একটি পাকিস্তানপন্থী দলের প্ররোচনায় রাজ্যে অনেক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমেই এই দলটি গঠন করা হয়। এইসব ভারতবিরোধী আন্দোলনে শেখ আব্দুল্লাও জড়িয়ে পড়েন এবং তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতি ভারতের নীতির সমালোচনা করতে থাকেন। ফলে, ১৯৫৫ সালে তাঁকে নিবর্তনমূলক আটকে রাখতে হয়। তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটেছে এই ভিত্তিতে ১৯৬৪ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আবার ভুল পথে চলতে শুরু করেন এবং ১৯৬৫ সালে ভারতরক্ষা নিয়মে আবার তাঁকে আটক করা হয় ও শেষে ১৯৭১ সালে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এরপর অবস্থা কখনও অনুকূল ও কখনও প্রতিকূল এইভাবে চলতে থাকে। ভারত আর গণভোট ফ্রন্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকবার আলোচনা হয় এবং শেষে উভয় পক্ষ একটি চুক্তিতে উপনীত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সেই চুক্তি ঘোষণা করা হয়।[৭]

১৯৭৫ সালের ইন্দিরা-আব্দুল্লা চুক্তি

সেই চুক্তির নীট রাজনৈতিক ফল এই দাঁড়ায় যে, শেখ আব্দুল্লা ও তাঁর অনুগামীরা

গণভোটের দাবি পরিত্যাগ করেন এবং ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থান চলতে থাকবে বলে স্থির হয়। ভারতের মূল সংবিধানে বলা হয়, অনুচ্ছেদ ৩৭০ অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থান একটা 'সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র'। কিন্তু এখন এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখায় ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের একীকরণের প্রক্রিয়ায় বাধা পড়বে, যে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল ১৯৪৯ সালে, কতকগুলি বিষয়ে রাজ্য বিধানসভাকে অধিকতর স্বশাসন দিয়ে।

এখানে বলা দরকার, এই চুক্তি থেকে উদ্ভূত কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ায় এখনও (১৯৯৩ সালের জুলাই) পর্যন্ত অনুচ্ছেদ ৩৭০ অনুসারে নতুন করে রাষ্ট্রপতির আদেশ জারি করে চুক্তিটি কার্যকর করা যায় নি।*

ভারত সঙ্ঘের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের এখন-পর্যন্ত-যথাসংশোধিত সাংবিধানিক পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে —

(ক) সংসদের এক্তিয়ার : জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে সংসদের এক্তিয়ার কতকগুলি সংশোধনসাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সূচী ও সমবর্তী সূচীতে* উল্লিখিত বিষয়গুলিতেই আবদ্ধ থাকবে। সমবর্তী সূচীতে উল্লিখিত অধিকাংশ বিষয়েই কোনো এক্তিয়ার থাকবে না। অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধিপ্রণয়নের অবশিষ্ট-ক্ষমতা সংসদের হাতেই ন্যস্ত থাকে, কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে তা থাকবে রাজ্য বিধানমণ্ডলের হাতে, কেবল কতকগুলি বিষয় ছাড়া যা ১৯৬৯ সালে নির্দিষ্ট হয়েছে। সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে একমাত্র এক্তিয়ার সংসদের। সেই বিষয়গুলি হল — রাজ্যের সমর্পণমূলক বা বিচ্ছিন্নতামূলক ক্রিয়াকলাপ অথবা ভারতের সার্বভৌমত্ব বা অখণ্ডতা বিনাশক কার্যকলাপ প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়। অনুচ্ছেদ ২২(৭) অনুসারে নিবর্তনমূলক আটক আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সংসদের পরিবর্তে রাজ্য বিধানমণ্ডলের হাতে থাকবে। সুতরাং সংসদ কর্তৃক প্রণীত নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত কোনো বিধি জম্মু ও কাশ্মীরে প্রযোজ্য হবে না।

ভারত সঙ্ঘের পরিপ্রেক্ষিতে জম্মু ও কাশ্মীরের সাংবিধানিক অবস্থানের সংক্ষিপ্তবৃত্তি

তবে ১৯৮৬ সালের সংবিধান (জম্মু ও কাশ্মীরে প্রয়োগ) আদেশে অনুচ্ছেদ ২৪৯ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যেও সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ফলে, এখন রাজ্যসভায় এক সদস্য গ্রহণ করে জাতীয় স্বার্থে (যেমন পাকিস্তানী বা চীনা আক্রমণ থেকে ঐ রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার জন্য) সংসদের এক্তিয়ার ঐ রাজ্যেও সম্প্রসারিত করা যাবে [সাংবিধানিক আদেশ ১২৯]।

(খ) কতকগুলি বিষয়ে রাজ্যের স্বশাসন : অন্য কতকগুলি বিষয়েও ভারতীয় সংসদের পূর্ণক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে ভারতীয় সংসদ জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানমণ্ডলের সম্মতি ছাড়া কোনো বিধি প্রণয়ন করতে পারে না। সেই বিষয়গুলি এমন যে, সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করলে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য প্রভাবান্বিত হবে, যেমন— (১) রাজ্যের নাম বা এলাকা পরিবর্তন [অনুচ্ছেদ ৩] ; এবং (২) রাজ্যের এলাকার কোনো অংশের বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে এমন আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তি [অনুচ্ছেদ ২৫৩]।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের স্বশাসন রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রের নির্বাহিক ক্ষমতায় এইরকম এমন কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, যা ভারতের আর কোনো রাজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এই অনুসারে —

(১) রাষ্ট্রপতি আভ্যন্তরিক গোলযোগের কারণে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫২ অনুসারে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের সম্মতি ছাড়া তা ঐ রাজ্যে বলবৎ হবে না।

(২) অনুরূপভাবে, রাজ্যের বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটে এমন কোনো সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের সম্মতি ছাড়া ভারত সরকার গ্রহণ করতে পারবে না।

(৩) কেন্দ্রের কোনো নির্দেশ রাজ্য সরকার পালন করে নি, এই কারণে কেন্দ্র অনুচ্ছেদ ৩৬৫ অনুসারে রাজ্যের সংবিধান নিলম্বিত করতে পারবে না।

রাজ্যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা যদি ভেঙে পড়ে[১] তাহলে রাজ্যের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে রাজ্যপালই রাজ্য সরকারের সমস্ত কাজ বা কোনো কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করবেন, শুধু হাই কোর্টের কাজ ছাড়া।

(৪) অনুচ্ছেদ ৩৬০ অনুসারে কেন্দ্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবে না।

অন্যভাবে বলা যায়, কেন্দ্র-রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ব্যাপারে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রেই 'রাজ্যের অধিকার'কে বেশি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

(গ) মৌলিক অধিকার ও নির্দেশক নীতি : রাজ্যশাসনপ্রণালীর নির্দেশক নীতি সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের ভাগ ৪-য়ের উপবন্ধগুলি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অনুচ্ছেদ ১৯-য়ের উপবন্ধগুলি ২৫ বছর পর্যন্ত বিশেষ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে। কর্মনিয়োগ, সম্পত্তি অর্জন ও বসবাস সম্পর্কে বিশেষ অধিকার অনুচ্ছেদ ৩৫ক নামে এক নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করে রাজ্যের 'স্থায়ী অধিবাসীদের'ই দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৯(১)(চ) ও ৩১(২) বাদ দেওয়া হয় নি, অতএব সম্পত্তির মৌলিক অধিকার এখনও এই রাজ্যে প্রত্যাহৃত।

(ঘ) রাজ্যের পৃথক সংবিধান : ভারতের অন্য সমস্ত রাজ্যের সংবিধান ভারতের সংবিধানের ভাগ ৪-য়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান আছে (সেই সংবিধান এক পৃথক সংবিধানসভা কর্তৃক রচিত ও ১৯৫৭ সালে প্রবর্তিত)।

(ঙ) রাজ্য সংবিধান সংশোধনের প্রণালী : আগেই বলা হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬৮ প্রযোজ্য নয়। ভারতের সংবিধানের কোনো উপবন্ধ সংশোধন করতে হলে সংসদে একটি আইন পাসের প্রয়োজন হয়, কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সংবিধানের কোনো উপবন্ধ (ভারত সংঘের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক সংক্রান্ত উপবন্ধ ছাড়া) রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত আইনের সাহায্যেই সংশোধন করা যায়, তবে সেই আইন বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ আধিক্যে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সেই সংশোধনে রাজ্যপাল বা

নির্বাচন কমিশন প্রভাবান্বিত হলে তা কার্যকর হবে না, যদি-না তা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত করা হয় ও রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে।

এখানে লক্ষ্য করা দরকার, ভারতের সংবিধানে কোনো সংশোধন করা হলে জম্মু ও কাশ্মীরে তা প্রয়োজ্য হবে না, যদি-না তা প্রয়োগ করার জন্য অনুচ্ছেদ ৩৭০(১) অনুসারে রাষ্ট্রপতি এক আদেশ জারি করেন।

(চ) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সম্মতি ছাড়া সংসদ এই রাজ্যের এলাকায় বা সীমানায় কোনোরকম পরিবর্তন করতে পারবে না।

(ছ) অন্যান্য এক্তিয়ার : সংবিধান আদেশ সংশোধন করে ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর-জেনারেল ও নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার এবং সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ অনুমতির এক্তিয়ার জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যেও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৩৭০-য়ের সমাপ্তি ঘটাবার ক্ষমতা : অনুচ্ছেদ ৩৭০-য়ের খণ্ড (৩)-য়ে বলা হয়েছে –

"এই অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী বিধানাবলীতে যা-কিছু আছে তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘোষণা করতে পারেন যে, তিনি যে তারিখ নির্দিষ্ট করবেন সেই তারিখ থেকে এই অনুচ্ছেদ আর বলবৎ থাকবে না অথবা তিনি যেমন নির্দিষ্ট করবেন কেবল সেইরকম ব্যতিক্রম ও পরিবর্তনসহ বলবৎ থাকবে।

তবে রাষ্ট্রপতি এই ধরনের কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে খণ্ড (২)-য়ে উল্লিখিত সংবিধানসভার সুপারিশ প্রয়োজন হবে।"

সম্প্রতি ভারতীয় জনতা পার্টি দাবি জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতিকে ঘোষণা করতে হবে যে, অনুচ্ছেদ ৩৭০ রদ করা হবে। তাতে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ প্রতিষ্ঠা লোপ পাবে এবং এই রাজ্যও অন্যসব রাজ্যের সমান পর্যায়ে আসবে ও সংবিধানের ভাগ ৬-য়ের সমস্ত বিধান দ্বারা শাসিত হবে।

যেহেতু খণ্ড(৩)-য়ের অনুবিধিতে উল্লিখিত সংবিধানসভা আর নেই সেইহেতু রাষ্ট্রপতির এখন অবাধ ক্ষমতা। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ প্রতিষ্ঠা লোপ করার সপক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি যেসব যুক্তি দেখিয়েছে তা হল —

(ক) সংবিধানপ্রণেতাদের অভিপ্রায় ছিল, কেবল সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেই জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দেওয়া হবে। সেই কারণেই সংবিধানের ভাগ ২১-য়ে 'অস্থায়ী, অন্তর্বর্তিকালীন ও বিশেষ বিধানসমূহ' শিরোনামের অধীনে অনুচ্ছেদ ৩৭০ স্থাপন করা হয় ও এই অনুচ্ছেদে খণ্ড(৩) যোগ করা হয়।

(খ) জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ এই বিশেষ প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়োগ করেছে এবং পাকিস্তান যাতে চোরাগোপ্তাভাবে আক্রমণ চালায় তার জন্য পাকিস্তান সরকার ও 'পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে'র নেতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

কংগ্রেস সরকার রাজনৈতিক কারণে ভারতীয় জনতা পার্টির দাবি এযাবৎ ঠেকিয়ে এসেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি যদি কখনও ক্ষমতায় আসে তাহলে কী হবে, কেবল ইতিহাসই তা বলতে পারে।